UTTARA UNIVERSITY
Quality Education at Affordable Tuition
Estd 2003 | Govt & UGC Approved

সাশ্রয়ী খরচে মানসম্পন্ন শিক্ষায় উত্তরা ইউনিভার্সিটি

সাশ্রয়ী খরচে
মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানে
ঢাকার উত্তরায় উচ্চশিক্ষার পাদপীঠ হিসেবে
উত্তরা ইউনিভার্সিটির যাত্রা ২০০৩ সালে। লক্ষ্য সাশ্রয়ী খরচে মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান। শুরুতে দুটি অনুষদের অধীনে কিনতি বিভাগ নিয়ে এর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচটি অনুষদের অধীনে ১৪টি বিভাগে ৩৫টি প্রোগ্রাম চালু রয়েছে। শুরু থেকেই প্রফেশনাল ও ট্রাডিশনেল প্রোগ্রামের ওপর গুরুত্ব দেয়ার কারণে বিজনেস প্রোগ্রাম, টিচার্স ট্রেনিং প্রোগ্রাম, পার্টটাইম শিক্ষা প্রোগ্রাম, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রাম, ল্যাপ্রে ডিজাইন প্রোগ্রাম ও ইইইর মতো প্রোগ্রাম চালু করে এ বিশ্ববিদ্যালয়। এ প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়মিত শিক্ষার্থীরা দেশ প্রতিযোগিতায় নিজেদের মেধার প্রমাণ করার পরে দেশের শুরু থেকে মানসম্পন্ন শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয় প্রতিষ্ঠানটি। উত্তরা ইউনিভার্সিটি এরই মধ্যে সম্পন্ন করেছে সাতটি সমাবর্তন। অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীদের থেকে অগণিত ছাত্রছাত্রীদের সাশ্রয়ী খরচে উচ্চশিক্ষা প্রদান করে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়টি।

বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা মহাপালক ড. এম আজিজুর রহমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একজন খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ ও প্রশাসনবিদ। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এগ্রিকালচারাল ইকোনমিক্স বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করে অনার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। একই বিভাগ থেকে মাস্টার্স ডব্লু সাথেই ডিগ্রির শুরু করেন। শিক্ষাজীবনে কৃষি নিয়ে তিনি কার্যকরভাবে উচ্চশিক্ষা প্রদান করেন এবং অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৬৮ সালে আমেরিকার আরকানসাস ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। দেশে ও বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তিনি ৪৫ বছর অধ্যাপনা করেন। ১৯৮৯-৯৯ সাল পর্যন্ত তিনি ইউজিসি আন্তর্জাতিক ইউনিভার্সিটির কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করেন। এছাড়া বাংলাদেশ ইকোনমিক্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। উত্তরা ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য ড. এম আজিজুর রহমান বিদেশে কর্মরত ছিলেন। তা. এম আজিজুর রহমান উত্তরা ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য। বর্তমানে তিনি মহাপালকের মতো উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করছেন।

শিক্ষা ও গবেষণা

বর্তমানে উত্তরা ইউনিভার্সিটিতে ১৪টি বিভাগ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পড়াশোনার পাশাপাশি গবেষণায় অগ্রণী ভূমিকা সমন্বয়ে। স্নাতক স্তর হয়েছে ইনস্টিটিউট অব পলিসি স্টাডিজ। সম্প্রতি ইনস্টিটিউশনাল রেজাল্টের মাধ্যমে দেশ (আইসিডব্লিউ) গঠনের মাধ্যমে শিক্ষার অন্তর্ভুক্তীন অগ্রগতিকে উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিয়ে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছে প্রায় ২৪ হাজার শিক্ষার্থী।

উত্তরা ইউনিভার্সিটির প্রতিটি বিভাগই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শিক্ষকদের গবেষণা প্রবন্ধ নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে দেশী ও আন্তর্জাতিক জার্নালে। এছাড়া বিভিন্ন জার্নাল থেকে নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে জার্নাল। বাংলায় প্রকাশ বিভাগ থেকে নিজস্বের বিভিন্ন, জার্নাল বিভাগ থেকে ৩ জার্নাল।

বিশ্ববিদ্যালয়টি যুক্তরাজ্যের বেডফোর্ড শায়ার ইউনিভার্সিটি ও মাস্টার্স ইউনিভার্সিটির সঙ্গে সহযোগিতার আওতা বজায় করেছে। এছাড়া বাংলার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও সহযোগিতার নিদেশে গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, আলবার্ট ও কাজাকাস দেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনেও আয়োজন করেছে প্রতিষ্ঠানটি। সাউথিউ বিভাগের কানাডাবেন জাপান ও সাবকাস দেশ-বিদেশের বাইরেও শিক্ষাবিদরা অংশগ্রহণ করেছেন বিভিন্ন।

গুরুত্বপূর্ণভাবে এগিয়ে শিক্ষার্থীরা

উত্তরা ইউনিভার্সিটির পরিচালনায় ছাত্রছাত্রীদের অন্যতম গ্র্যাজুয়েট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ সালে অংশগ্রহণ করে সব সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় একাধিকবার প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ ও সপ্তম স্থান অর্জন করে। শারীরিক শিক্ষা বিভাগের পুরী স্নাতী অন্তরুজা ঝুলন বীণা জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা ২০১৬ সালে মোড়া ফাইনাল বিজয়ী হয়ে দেশসেরার কাছ থেকে পদক গ্রহণ করেন। এ বিভাগের আরেক শিক্ষার্থী মিনিয়া সুপ্রিয়া মিজান ইউএসএইচ

ইকোনমিকস অ্যাকাউন্টার

বিদেশে কর্মরত ছিলেন। ড. এম আজিজুর রহমান উত্তরা ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য। বর্তমানে তিনি মহাপালকের মতো উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করছেন।

শিক্ষা ও গবেষণা

বর্তমানে উত্তরা ইউনিভার্সিটিতে ১৪টি বিভাগ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পড়াশোনার পাশাপাশি গবেষণায় অগ্রণী ভূমিকা সমন্বয়ে। স্নাতক স্তর হয়েছে ইনস্টিটিউট অব পলিসি স্টাডিজ। সম্প্রতি ইনস্টিটিউশনাল রেজাল্টের মাধ্যমে দেশ (আইসিডব্লিউ) গঠনের মাধ্যমে শিক্ষার অন্তর্ভুক্তীন অগ্রগতিকে উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিয়ে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছে প্রায় ২৪ হাজার শিক্ষার্থী।

উত্তরা ইউনিভার্সিটির প্রতিটি বিভাগই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শিক্ষকদের গবেষণা প্রবন্ধ নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে দেশী ও আন্তর্জাতিক জার্নালে। এছাড়া বিভিন্ন জার্নাল থেকে নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে জার্নাল। বাংলায় প্রকাশ বিভাগ থেকে নিজস্বের বিভিন্ন, জার্নাল বিভাগ থেকে ৩ জার্নাল।

বিশ্ববিদ্যালয়টি যুক্তরাজ্যের বেডফোর্ড শায়ার ইউনিভার্সিটি ও মাস্টার্স ইউনিভার্সিটির সঙ্গে সহযোগিতার আওতা বজায় করেছে। এছাড়া বাংলার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও সহযোগিতার নিদেশে গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, আলবার্ট ও কাজাকাস দেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনেও আয়োজন করেছে প্রতিষ্ঠানটি। সাউথিউ বিভাগের কানাডাবেন জাপান ও সাবকাস দেশ-বিদেশের বাইরেও শিক্ষাবিদরা অংশগ্রহণ করেছেন বিভিন্ন।

গুরুত্বপূর্ণভাবে এগিয়ে শিক্ষার্থীরা

উত্তরা ইউনিভার্সিটির পরিচালনায় ছাত্রছাত্রীদের অন্যতম গ্র্যাজুয়েট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ সালে অংশগ্রহণ করে সব সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় একাধিকবার প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ ও সপ্তম স্থান অর্জন করে। শারীরিক শিক্ষা বিভাগের পুরী স্নাতী অন্তরুজা ঝুলন বীণা জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা ২০১৬ সালে মোড়া ফাইনাল বিজয়ী হয়ে দেশসেরার কাছ থেকে পদক গ্রহণ করেন। এ বিভাগের আরেক শিক্ষার্থী মিনিয়া সুপ্রিয়া মিজান

এপি

কাজাকের গ্যাসবিক্রিতে অনুষ্ঠিত সপ্তম আন্তর্জাতিক

কাজাকে ফাইনালিসিস ২০১৯ সালে বিশ্বের গ্যাসমা অর্জন করেছেন। ইউই বিভাগের শিক্ষার্থী আহিকুর রহমান সাইয়ে দেশ ও পাসিফিক একটি মেডিকেল উন্নিত করেছেন, যা সোনার একটিতে যার ১০ টিকা ধারে তারা দিন চালানো যায়। প্রায় সব অনুষদ এবং বিভাগের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাস্তিকমেলী নবন পুরুলীল কার্যক্রম লক্ষ করা যায়। এখন সুরুলীল কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে শিক্ষক পরিবেশকে এক অনুকূল পরিবেশে পৌঁছে দিয়েছে উত্তরা ইউনিভার্সিটি।

ঘর অঙ্গন

মানসম্পন্ন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার উন্নতি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়টি বেশকিছু নমনমন্য যুক্তিত হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম ব্যয় হাজারের সা দিয় আগামী-২০১২, সিরাজ এডুকেশন সিমেন্টিং আগামী-২০১২, সিলপুরের এপিয়ান মেট্রো বিভাগের আগামী-২০১৩, ডুবইয়ে বনিয়ন নিবিধ বিভাগের ফুল আগামী ২০১৪, ইউজিসি আগামী ২০১৪ ও ২০১৫ (আইন বিভাগ) অনায়ন। প্রত্যেক ঘরে জাতীয় পর্যায় অধিদিপ্তরের এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন স্থান লাভ করে।

স্থায়ী ক্যাম্পাস

উত্তরা ইউনিভার্সিটির একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হচ্ছে, এটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা বজায়ভাবে লক্ষ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে নিজস্বগুলো স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এরই মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে উত্তরা ইউনিভার্সিটির পাঁচটি বিভাগের কার্যক্রম চালু হয়েছে। উত্তরা মডেল টাউনের বাই ফেজ সালাম্পৌরে ১৬ আগস্ট মৌজা, ভাটিপারা ১ সনখিল ২৯ একর জমির ওপর স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। আগামী তিন মাসের মধ্যেই অত্যাধুনিক এ স্থায়ী ক্যাম্পাসে পূর্ণাঙ্গভাবে শুরু হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলের।

■ ক্যাম্পাস প্রতিবেদক

আমরা এগিয়ে চলেছি লক্ষ্যের দিকেই

অধ্যাপক ড. ইয়াসমীন আরা লেখা
উপাধ্যক্ষ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি

'সাশ্রয়ী খরচে মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা' মিশন নিয়ে অগ্রসরের যাত্রা হয়েছিল। কখন আমাদের শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম ছিল, তখনও কম ছিল। এখন আমাদের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৯ হাজারের অধিক স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণকাজ প্রায় শেষের দিকে। স্থায়ী ক্যাম্পাসে আমাদের ৯টি প্রোগ্রামে পাঠদান চলছে। আশা করছি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক ভবিষ্যত মধ্যেই আমরা আমাদের স্থায়ী ক্যাম্পাসে পুরোপুরি শিফট করতে পারব। তিনি মহোদয়ের যে মহান ব্রত নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি শুরু করেছেন আমরা সে লক্ষ্যের দিকেই এগিয়ে চলেছি বলেই একটি উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। অগ্রসরের মানসম্পন্ন ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর অন্তর পরিমাণ একজনের ভূমিকা রেখেছে। ভালো মানের শিক্ষক নিয়োগে আমাদের কোনো আপস নেই। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নির্দেশনাসহ যথাযথভাবে পালন করেই অগ্রসরের এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। কোনো পদ আমরা শূন্য রাখিনি। উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, ট্রেজারার, কন্ট্রোলার, রেজিস্ট্রার সব পদই পরিপূর্ণ।

শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা নেয়ার ক্ষেত্রেও আমরা খুব সচেতন। একজন পরীক্ষার খাতাও এবং প্রতিটি পাতাকে আমরা বিশেষায়িত করেছি। গ্র্যাজুয়েটদের সনদপত্রও মাননীয় বিশেষ সিনিয়রিটি ক্ষেত্রের মধ্যেকে বিশেষায়িত করা হয়েছে। এরই মধ্যে সারাটা গমাবর্তন মধ্যেও সম্পন্ন করতে পেরেছি এবং অষ্টম সমাবর্তনের জন্য আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমাদের এখন থেকে প্রায় ২৯ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী এরই মধ্যে সমন্বয়ের মধ্যেছে।

নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষা থেকে যেন বঞ্চিত না হয়, সে লক্ষ্যে আমরা প্রথম কোটায় শতকরা ছয়জন শিক্ষার্থীকে বিনা খরচে পড়ানো হয়। মেধাবীরা তো আছেই। এছাড়া বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর বৃত্তিও দেয়া হয়। এতিম ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের আমরা আর্থিকভাবে ভিত্তিতে বিনা খরচে শিক্ষা দিয়ে থাকি। গুণগত ও উন্নত শিক্ষাই উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্য

এমন্যুয়া সেমিস্টারগুলি ১০ থেকে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত টিউশন ফি ছাড় পাচ্ছে শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় সুবিধার জন্য বেশকটি লাইব্রেরির পাশাপাশি আমরা প্রতি বিভাগেই একটি করে লাইব্রেরি স্থাপন করেছি। শিক্ষকদের জন্য রয়েছে আলাদা মনোরম চিলেও দেশ। আমাদের দেশ অনেকগুলি শিক্ষক রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশনের।

এখানে কোনো রাজনৈতিক কার্যকলাপ নেই, নেই কোনো উন্মুক্তভাবে ও অনৈতিক আচরণ। যেকোনো নৈতিক যদি শিক্ষার্থীরা আমাদের কাছে উপস্থাপনার মাধ্যমে আমরা করে দিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার অর্থায়নের কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও সুন্দর পরিবেশে কাজ করছেন। কারো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের কোনো হস্তক্ষেপ নেই। সবাই বেতন পাচ্ছেন যথাসময়ের মধ্যেই। সবশেষে আমি একটি কথা শেষে মনে করতে চাই, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আজ পর্যন্ত ইউজিসি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ কোনোর মধ্যে উপস্থিত সৃষ্টি হয়নি।

“

নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষা থেকে যেন বঞ্চিত না হয়, সে দিকটা মাথায় রেখে বিভিন্ন কোটায় শতকরা ছয়জন শিক্ষার্থীকে বিনা খরচে পড়ানো হয়। মেধাবীরা তো আছেই। এছাড়া বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর বৃত্তিও দেয়া হয়। এতিম ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের আমরা আর্থিকভাবে ভিত্তিতে বিনা খরচে শিক্ষা দিয়ে থাকি। গুণগত ও উন্নত শিক্ষাই উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্য

গবেষণায় উৎসাহ দিতে প্রণোদনার ব্যবস্থা করেছি

উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীবান্ধব বিশ্ববিদ্যালয়, যা সব ধরনের শিক্ষার্থীর সামর্থ্যের মধ্যে টিউশন ফি নির্ধারণ করেছে

অধ্যাপক ড. এম আজিজুর রহমানের হাত ধরে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা হয়। তার একটি স্বপ্ন ছিল দেশে কম খরচে মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান করা। এ লক্ষ্য নিয়ে তিনি ২০০৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি চালু করেন। ২০০৩ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রায় ২৯ হাজারের অধিক শিক্ষার্থী এখান থেকে পড়াশোনা শেষ করেছেন। বর্তমানে ৯ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছেন। উত্তরা ইউনিভার্সিটিতে ১৪টি বিভাগে ৩৫টি প্রোগ্রাম চালু রয়েছে। খুব কম বিশ্ববিদ্যালয়েই একজনো প্রোগ্রাম রয়েছে। আমাদের পুরিকলীন শিক্ষক রয়েছেন ৪৯৫ শতাংশের অধিক। ৩৫-এর অধিক জনের বেশি পূর্ণকালীন অধ্যাপক রয়েছেন। আমরা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি অন্তরায় ছিল। আমাদের শিক্ষা ব্যয় খুবই কম। উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীবান্ধব বিশ্ববিদ্যালয় যা সব ধরনের শিক্ষার্থীর সামর্থ্যের মধ্যে টিউশন ফি নির্ধারণ করেছে। দেশের অন্যান্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি কোর্স করতে ১০-১১ লাখ টাকার প্রয়োজন সেখানে উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ে তারাই থেকে ৫ লাখ টাকা লাগে। আমাদের শিক্ষক, যাতায়াত সুবিধা, ক্যাফেটেরিয়া সুবিধা, ক্রীড়া বলতাম সব দিক থেকেই স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ। আমরা অন্যান্য বাস্তবমুখী বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে কম খরচে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করছি। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আমরা স্থায়ী ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত হব। এটি হবে একটি আধুনিক ক্যাম্পাস। সেখানে শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো ক্লাসরুম, কমন রুম, সেমিনার রুমসহ থাকবে না, আমাদের নিজেরা রুম থাকবে, সেন্ট্রালি ফার্স্ট সেকেন্ড অ্যাডিটোরিয়াম থাকবে।

আমাদের কর্মিয়ার পরিবেশনা হলো আমরা বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিংয়ে আসব। এরপর আমরা শিক্ষকদের গবেষণায় উৎসাহ দিতে চাচ্ছি আলাদা প্রণোদনার ব্যবস্থা করেছি। যার যত বেশি প্রকাশনা থাকবে তার জন্য তত বেশি প্রণোদনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মাসিক আহিক
উপদেষ্টা, অ্যাকাডেমিক অ্যান্ড প্রমোশন
উত্তরা ইউনিভার্সিটি